দৈনিক ইনকিলাব

FEB 1 2001

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা সপ্তাহ এবং

চরম অনিয়ম-অব্যবস্থা এবং মারাত্মক সংকটে পতিত শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে বিদ্যমান সেখানে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপনে ইতিবাচক কর্মসূচী থাকলে তা অবশ্যই অভিনন্দিত হবে। সারা দেশব্যাপী গত সোমবার হতে এ জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন শুরু হয়েছে। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই সকলের মনে আশার সঞ্চার হওয়ার কথা যে, এই শিক্ষা সপ্তাহ শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান বহুমুখী সংকট সমাধানে সুফল বয়ে আনবে। কিন্তু লক্ষণ দেখে তা মনে করার কোন কারণ নেই। শিক্ষা সপ্তাহ আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্বে পর্যবসিত হওয়ার আলামতই স্পষ্ট। শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপনের মূল লক্ষ্য এবার কি নির্ধারণ করা হয়েছে সেই প্রশ্নের সাথে একথাও এসে যায় যে, সমস্যা সংকুল শিক্ষার উন্নয়নের আসল পরিকল্পনা কি? বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপনকালে সেসব সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করে চলেছে।

শিক্ষা সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষে কিছু কিছু নীতিবাক্য উচ্চারণ করা এবং উপদেশ খয়রাত করার মধ্যে কোন বিশেষ তাৎপর্য নেই। বিভিন্ন সভা-সম্মেলন বা সেমিনার অনুষ্ঠান করে প্রবন্ধাদি পাঠ করা, দীর্ঘ ভাষণ প্রদান কিংবা শিক্ষা ক্ষেত্রে গৃহীত সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের ফিরিস্তি পেশ করাই যথেষ্ট নয়। নানা সমস্যার সমাধানে কি কি পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে এবং বাস্তব ফলাফল কি তারও পর্যালোচনা প্রয়োজন, একথা স্বীকার্য যে, জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উদ্‌যাপনকালে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষামূলক নানা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে; তারা খেলাধুলাসহ বিনোদনমূলক তৎপরতা প্রদর্শন করবে এবং তাদের মেধা, কৃতিত্ব ও উল্লেখ্য অবদানের জন্য তাদেরকে পুরস্কৃত ও উৎসাহিত করা হবে। একই সঙ্গে তাদেরকে লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগী করে তোলার জন্যও আকর্ষণীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা হবে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে কয়েকটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা আমরা বিশেষ প্রয়োজন মনে করছি। বর্তমানে সামগ্রিকভাবে দেশের অরাজক পরিস্থিতিতে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপিত হচ্ছে। দেশময় বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে ভর্তি সংকট বিরাজ করছিল তার এখনও পূর্ণ অবসান ঘটেনি। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি প্রক্রিয়া সমাপ্তির পথে হলেও অনেক প্রতিষ্ঠানে তা এখনো শেষ হয়নি। ইতিমধ্যেই শিক্ষাবর্ষের এক মাস শেষ হয়ে গেছে এবং কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়াও শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, পাঠ্যপুস্তক কেলেংকারির কবলে পতিত ছাত্রসমাজ এখনো অনেক নতুন বই-এর মুখ দেখেনি। বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যবই আংশিকভাবে পাওয়া গেলেও তাদের বৃহত্তর অংশ পাঠ্য বইয়ের জন্য রীতিমত সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। এ জন্য তারা নানা স্থানে বিক্ষোভ মিছিলেও অবতীর্ণ হয়েছে বলে প্রকাশিত বিভিন্ন খবর হতে জানা যায়। প্রত্যন্ত এলাকার বহু স্থানে পাঠ্যপুস্তক পাওয়া যাচ্ছে না, কেননা ছাপার কাজ এখনো বহু বাকী। অথচ বিপুল সংখ্যায় নোট বই বাজারে দেদারছে চলছে। এক শ্রেণীর প্রকাশক বিক্রেতা মূল বইয়ের পরিবর্তে নোট বইয়ের ব্যবসা জমজমাট করে তুলেছে বলে জানা যাচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে যে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের বহু শূন্য আসন দীর্ঘদিন থেকে পূরণ করা হচ্ছে না, তাদের অনেকেই নিয়মিত বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না– প্রাপ্য নানা অধিকার হতে তারা বঞ্চিত হয়ে আসছেন। এতদ্ব্যতীত শিক্ষক নেতৃবৃন্দের সাথে স্বাক্ষরিত তথাকথিত চুক্তিতে শিক্ষক স্বার্থবিরোধী যেসব ধারা বিদ্যমান তা বাতিলের দাবীতে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীন, বাংলাদেশ অধ্যক্ষ পরিষদ ও বাংলাদেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মচারী ফেডারেশন সমন্বয়ে গঠিত শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট মানববন্ধন কর্মসূচী পালনের কথা ঘোষণা করেছে। শিক্ষা সপ্তাহ চলাকালে ছাত্রসমাজের পাঠ্য বই-এর জন্য বিক্ষোভ মিছিল এবং শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের আন্দোলনের খবর কেবল অভিভাবক মহল নয়, শিক্ষার সাথে নানাভাবে জড়িত সকলের জন্যই উদ্বেগের কারণ। শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান আরো নানা সংকটের মধ্যে শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য, পরীক্ষা ক্ষেত্রে নকলপ্রবণতার তীব্রগতি, পাঠ্যবই ও শিক্ষা উপকরণ সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি, ছাত্র বেতন বৃদ্ধি ইত্যাদি নানা সমস্যার সমাধানকল্পে শিক্ষা সপ্তাহের কর্মসূচীতে কোন ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। তবে এসব সমস্যার সমাধান বের করার জন্য শিক্ষা সপ্তাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করা জরুরী বলে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী গত সোমবার জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০১-এর উদ্বোধনকালে ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকদের একযোগে কাজ করার জন্য যে আহবান জানিয়েছেন, তার গুরুত্ব স্বীকার করেও বলা যায় যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে, শিক্ষাঙ্গনে এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় বিরাজিত সমস্যাবলীর সমাধান ব্যতীত প্রত্যাশিত সহযোগিতা কিভাবে সম্ভব। শিক্ষা সপ্তাহকে অর্থপূর্ণ ও সফল করতে হলে এবং শিক্ষার উন্নয়ন সাধন করতে বিরাজমান সকল সমস্যার সমাধানে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সরকারকে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে।